বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

অধ্যাপক (ডা.) কামরুল হাসান খান

| ঢাকা , সোমবার, ১৯ নভেম্বর ২০১৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন ‘বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো’ এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ‘একটি স্বাধীন, সার্বভৌম সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার।’ বাংলার মানুষের সাংবিধানিক, রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। এ বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সব রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং রাষ্ট্রীয় নীতিমালা। বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়তে হলে চাই একটি স্বাস্থ্যবান জাতি। এজন্য তিনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি গ্রহণ করেছেন সময়োপযোগী পদক্ষেপ। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে একটি শক্ত নীতিমালা, পরিকল্পনা, অবকাঠামে রেখে গেছেন যার উপরে গড়ে উঠেছে আজকের বিশ্ব নন্দিত অনেক সব কার্যক্রম। বঙ্গবন্ধুর তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসা সেবার জন্য থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প আজও বিশ্বে

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পারচর্যার এক সমাদৃত মডেল। বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রয়েছে-

১. আইপিজিএমআরকে (পিজি হাসপাতাল) শাহবাগে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল হিসেবে স্থাপন

২. বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি) প্রতিষ্ঠা

৩. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন্স (বিসিপিএস) প্রতিষ্ঠা

৪. স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন

৫. ১৯৭৩ সালে প্রণীত প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান

৬. চিকিৎসকদের সরকারি চাকরিতে ১ম শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান

৭. নার্সিং সেবা এবং টেকনোলজির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮. উন্নয়শীল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল নীতি হলো- Prevention is better than cure এ নীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন নিপসম-১৯৭৮ সালে

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পর সুদীর্ঘ ২১ বছর চলেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত ধারায় পাকিস্তানি ভাবধারা অনুসরণ করে। যে কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সব উন্নয়ন ব্যাহত হয়, বঞ্চিত হন সাধারণ মানুষ। দেশে বিএমএর নেতৃত্বে

চিকিৎসকদের দীর্ঘ তুমুল আন্দোলন হয়েছে, ডা. মিলন জীবন দিয়েছে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের জন্য। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে বাস্তবায়ন হচ্ছে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সব কার্যক্রম।

১৯৯৬ থেকে তিন দফায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে-

১। কমিউনিটি ক্লিনিক : প্রতি ৬০০০ গ্রামীণ জনগণের জন্য একটি করে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৯৬ সালে এবং ১৯৯৮-২০০১ এর মধ্যে ১০ হাজারের অধিক চালু করা হয়েছিলো যার সফল জনগণ পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারনে জনগনের অতি প্রয়োজনীয় এ সুবিধা বন্ধ করে দেয় তৎকালীন বিএনপি-জামায়ত জোট সরকার। ২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার বিপুল ভোটে জাতীয় নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে দায়িত্ব গ্রহনের পর কমিউনিটি ক্লিনিক পূনরায় চালু করেন। বর্তমানে ১৩,৭০০টি ক্লিনিক চালু আছে। যেখান থেকে ৩০ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান, স্বাভাবিক প্রসব ব্যবস্থা, টীকাদান কর্মসূচিসহ নানা ধরনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক এখন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি অতি জনপ্রিয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

২। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় : দেশের চিকিৎসকদের তিন দশকের দাবি ছিল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের। এর আগে অনেক সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েও বাস্তবায়ন করেনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ১৯৯৭ সালের ৩১ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি আদেশ প্রদান করেন যার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল। এ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মেডিকেল শিক্ষা, সেবা এবং গবেষণায় বিশ্ব সেরা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবার ক্ষমতায় এসে আরও তিনটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং সিলেটে।

৩। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি : ১৯৯৬ সালের আগে এদেশে কোন সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য নীতি ছিল না। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির দাবিতে অনেক আন্দোলন হয়েছে, ষড়যন্ত্র হয়েছে, এমনকি ডা. মিলন শহীদ হয়েছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশবাসীর আকাংক্ষা পূরণ করে ১৯৯৬-এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সর্বদলীয় কমিটি এবং সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে সর্বজন গ্রহণযোগ্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০০০ প্রণীত হয়। এ স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ সালে আবার যুগোপযোগী করা হয়।

৪। মেডিকেল শিক্ষা : ২০১০-২০১৮ পর্যন্ত নতুন ২৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ (এর মধ্যে ৫টি সামরিক বাহিনীর অধীনে), ৬টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং

১৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নতুন ১৬টি বেসরকারি হোমিওপ্যাথি মেডিকেল এবং ৪টি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৫। জাতীয় ঔষধ নীতি : ঔষধ শিল্প এখন বাংলাদেশের গৌরবের শিল্প। দেশের ৯৭% চাহিদা পূরণ করে ১০১টি দেশে রফতানি করছে। ঔষধের মান এবং মূল্য নিয়ন্ত্রন করার জন্য জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে।

৬। অটিজম ও স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা : এ ধরনের রোগে আক্রান্ত শিশু এবং শিশুর অভিভাকরা এক অসহায় দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদের বিশেষ উদ্যোগে দেশে অটিজম বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে এবং এ শিশুদের পুনর্বাসনের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এখন এ শিশুরা আর অবহেলিত নয় এবং এদের অভিভাবকরা অসহায় নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজমে বিশ্ব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং সম্প্রতি ইউনেস্কো জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

৭। ক্লিনিক্যাল সেবা

ক) ১৯৯৬-২০০১ সালে (১) শেরেবাংলা নগর ৪০০ শয্যার শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ৪০০ শয্যার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, কিডনী হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, মানসিক হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট, ঢাকার আজিমপুরে ১৭৫ শয্যার মা ও শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিউট, ঢাকার মাতুয়াইলে ২০০ শয্যার শিশু হাসপাতাল ও মাতৃ-স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ৬০০ শয্যার ডিএমসিএইচ-২ ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা যা এ সময়ে বাস্তবায়ন হয়েছে, ২০ তলা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা ভবন নির্মাণের কাজে হাত দেয়া যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। ঢাকার মিরপুরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ঢাকা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

খ) ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি- (১) এ সময়ে ১৩টি নতুন হাসপাতাল এবং ১০,৬৬২টি নতুন হাসপাতাল শয্যা যুক্ত হয়েছে। কুর্মিটোলা ও মুগদার ৫০০ শয্যার হাসপাতাল, ৩০০ শয্যার ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স, তেজগাঁও- এ ৩০০ শয্যার নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জে শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা চক্ষু হাসপাতাল।

(২) শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট : প্রধানমন্ত্রী গত ২৪ অক্টোবর এর কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। ৫০০ বেডের এ হাসপাতালটি বিশ্বের অন্যতম বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল।

(৩) বঙ্গবন্ধু মোডকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরিয়ান সরকারের সহযোগিতায় ১০০০ শয্যার সুপার স্পেশালাইজড হাসাপাতাল নির্মাণাধীন।

৮। চিকিৎসক নিয়োগ ও পদোন্নতি :

ক) বিসিএসের মাধ্যমে ৯,৯৪৪ জন চিকিৎসকসহ এ সরকারের আমলে ১৪,০৭৭ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০,০০০ চিকিৎসক নিয়োগের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া চলছে যাতে তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসক সংকট না থাকে।

খ) পিএসসির দীর্ঘসূত্রতার পরিবর্তে মেডিকেল শিক্ষকদের পদোন্নতি ডিপিসি এবং এসএসবির মাধ্যমে নেয়া- এ সরকারের জন্য একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ছিল। ইতোমধ্যে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং কনসালট্যান্ট হিসেবে ৫,৯০০ চিকিৎসককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

গ) চিকিৎসকদের প্রশাসনিক পদে ২২০০ জনকে এবং স্কেলের মাধ্যমে ৮০০০ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

৯। নার্সিং পেশা :

ক) নার্সদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

খ) ১৫,০০০ নতুন নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

গ) নার্সিং জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ১২টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। ৭টি ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।

ঘ) নার্সদের উচ্চ শিক্ষার জন্য মুগদায় কোরিয়ান সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

National Institute of Advanced Nursing education and Research (NIANER) যেখানে ইতোমধ্যে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে।

ঙ) নতুন করে জনবল কাঠামোসহ নার্সিং ও মিডওয়াইকারী অধিদফতর সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ) বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইকারী কাউন্সিল আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০। ডিজিটাল স্বাস্থ্য :

ক) ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে গ্রাম পর্যায়ের মাঠ কর্মী থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপজেলা, জেলা এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের সব হাসপাতাল ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

খ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতর কাগজ নির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা বাদ দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়েছে।

গ) ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে

ঘ) টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্র ৯৫টিতে উন্নীত হয়েছে

ঙ) স্বাস্থ্য ও মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার সব পর্যায়ে অটোমেশনসহ ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হয়েছে।

১১। বৃহৎ কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন :

ক) ১৯৯৮-২০০৩ সালের জন্য পঞ্চম স্বাস্থ্য ও জন সংখ্যা পর্যায়ে পরিকল্পনা (এইচপিএসপি) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

খ) ২০০৯ অদ্যাবধি : ৩য় ‘স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ২০১১-২০১৬ প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

গ) ৪র্থ ‘স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ২০১৬-২০২১’ প্রণয়ন করে বাস্তবায়নধীন আছে।

১২) হাসপাতাল শয্যা সংখ্যাবৃদ্ধি :

৩৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। ৫০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতাল এখন ৪৪১টি, মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে প্রায় ২,৫০০ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৩) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান :

ক) ১৭১টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ৫৪টি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

খ) সাভার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ ম্যানেজমেন্ট ভবন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৪) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.৩৭ যা ২০০৮ সালে ছিল ১.৪১। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মাধ্যমে যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫) মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি : ৭২.৮ বছর

১৬) জরুরি স্বাস্থ্য সেবা ও অ্যাম্বুলেন্স : বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রায় ৪০০টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে দুর্গম হাওর অঞ্চলের জন্য ১০টি নৌ অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।

১৭) স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি : দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার তিনটি

উপজেলায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা শীর্ষক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের জন্য কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেক্রেটারিয়েট স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১৮) নীতি কাঠামো ও আইন -

ক) বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১১।

খ) ধূমপান নিবারণে ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন ২০১২।

গ) শতাব্দী পুরাতন আমানবিক কুষ্ঠ আইন (লেপ্রসী এ্যাক্ট) ১৮৯৮ বাতিল।

ঘ) রোগী ও চিকিৎসক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও বেসরকারি হাসপতাল ও ক্লিনিক আইন হালনাগাদ করা প্রক্রিয়াধীন।

ঙ) মানবদেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন ২০১৭।

চ) বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এবং সার্জনস (বিসিপিএস) আইন ২০১৭।

১৯) বেসরকারি খাত :

ক) দেশের চিকিৎসা জনবলের অভাব পূরণে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও মিডওয়াইকারী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

খ) বেসরকারি পর্যায়ে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ) সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্ব প্রকল্প চালু হয়েছে।

২০) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি :
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-
ক) জাতিসংঘের ২০১০ সালে এমডিজি -৪ এবং ২০১১ সালে ‘ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমন্টে’ শীর্ষক সাউথ সাউথ পুরস্কার গ্রহণ করেন।
খ) টিকাদান কর্মসূচি সাফল্যের জন্য ২ বার গ্যাভি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ।
গ) সায়মা ওয়াজেদকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক কার্যালয় অটিজম বিষয়ে অবদানের জন্য ‘এক্সিলেন্স ইন পাবলিক হেলথ’ পুরস্কার প্রদান করে।
এ প্রবন্ধে দেশের মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কিছু মৌলিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের রয়েছে নানা সীমাবদ্ধতা- বাজেট স্বল্পতা, দক্ষ মানব সম্পদের অভাব, ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। এরপরও প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও মেডিকেল শিক্ষার অনেক সূচকই ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে অর্থনৈতিক, মানব সম্পদ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে (বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন ১১ অক্টোবর ২০১৮)। এখন প্রয়োজন (১) দুর্নীতি দমন (২) দক্ষ, সৎ, দেশ প্রেমিক মানব সম্পদ গড়ে তোলা

(৩) আধুনিক সময়োপযোগী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা।

[লেখক : সাবেক ভিসি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়]